তারিখ ... 1 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... 2 ...

প্রশাসনিক ২৫টি পদ থেকে শিক্ষকদের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ছয় দফা দাবির পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রক্টরের অব্যাহতি ও শিক্ষক লাঞ্ছনাকারী ছাত্রলীগ কর্মীকে সাময়িক বহিষ্কার না করায় গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি প্রশাসনিক পদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। বিকেল সোয়া পাঁচটায় রেজিস্ট্রারের কাছে ওই পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মজিবুর রহমান মজুমদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির আরও অবনতি হলো।

রেজিস্ট্রার মজিবুর রহমান মজুমদার গতকাল সন্ধ্যায় বলেন, 'আন্দোলনরত শিক্ষক ও শিক্ষক সমিতির নেতারা ২৫টি পদ থেকে পদত্যাগের জন্য আমার কাছে চিঠি দেন। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উক্ত পদে থেকে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় বিধায় আমি পদত্যাগ করছি। ২৫টি পদের মধ্যে ১২টি প্রশাসনিক পদ, ১২টি বিভিন্ন কমিটির পদ এবং কাজী নজরুল ইসলাম হলের প্রভোস্ট ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের একটি। মেহেদী হাসান দেশে না থাকায় তাঁর পদত্যাগপত্র আমি গ্রহণ করতে পারি না।'

যে পদ থেকে শিক্ষক সমিতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের একাংশের নেতারা পদত্যাগ করেন, সেগুলো হলো ছাত্র পরামর্শক, নওয়াব ফয়জুন্নেছা ছাত্রী হলের প্রাধ্যক্ষ, কাজী নজরুল ইসলাম হলের প্রাধ্যক্ষ, দুজন সহকারী প্রক্টর, বিভিন্ন হলের হাউস টিউটর, বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা ও বিভিন্ন কমিটির ২৫টি পদ। ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর কাজী মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন বলেন, 'শিক্ষক সমিতির ওই দাবি প্রক্টরকে বিতর্কিত করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে প্রমাণ ছাড়া ঢালাও অভিযোগ দেওয়া কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক ও অসত্য। শিক্ষককে নাজেহালের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির আমি সদস্য। ওই কমিটির আহ্বায়ক আরেকজন।'

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বঙ্গবন্ধু পরিষদের একাংশের সাধারণ সম্পাদক ও লোকপ্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. জিয়া উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের এক জরুরি সাধারণ সভা গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় দুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ...বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে আসীন আছেন, তাঁরা স্ব স্ব পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে শিক্ষক সমিতির দাবিদাওয়া ও কার্যকরী পদক্ষেপের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করা হয়।'

এদিকে গতকালও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি। শিক্ষক সমিতির ডাকে ছয় দফা দাবি বাস্তবায়ন নিয়ে গত ১৯ জানুয়ারি থেকে ক্লাস ও ২২ জানুয়ারি থেকে চূড়ান্ত সেমিস্টার পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। শিক্ষক সমিতির কর্মসূচির কারণে এ পর্যন্ত অন্তত ৩০টি পরীক্ষা বন্ধ হয়। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম একেবারেই অচল হয়ে পড়ে।